

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
(সংস্থাপন শাখা)
www.pabna.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৩.৭৬০০.০০৯.১৫.০৫৫.২২. ৪৭৭ (৩২)

তারিখ: ২২ ভাদ্র, ১৪২৯
০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২

“সভার নোটিশ”

আগামী ২১/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখ সকাল ১০:০০ টায় জেলা প্রশাসক, পাবনা কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১.৩ নং সূচক অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন জনাব বিশ্বাস রাসেল হোসেন, জেলা প্রশাসক, পাবনা।

০২। উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রাপক :

জনাব -----

(আফরোজা আখতার)

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
পাবনা

ফোন: +৮৮০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ (অফিস)

ইমেইল: adcgpabna@mopa.gov.bd

০৬/০৯/২২

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) সভার কার্যবিবরণী:-

সভাপতি : জনাব আফরোজ আখতার
জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত)
পাবনা।

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা

সভার তারিখ : ২১-০৯-২০২২খ্রি.

সময় : সকাল ১০.০০ টা

উপস্থিতি: পরিশিষ্ট 'ক'

উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি বলেন- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শিষ্টাচার, শুদ্ধাচার জনগণকে তথ্য প্রদান, নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করা প্রধান কাজ। তিনি জানান জেলা প্রশাসক, পাবনা কার্যালয়ের নাগরিক সনদ [Citizen Charter] দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে। তিনি নৈতিকতা/শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার জন্য উপস্থিত সকলকে অনুরোধ জানান।

উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর: জনাব মো: রাশেদুল কবির, উপপরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, পাবনা বলেন- শুদ্ধাচার কোন একটি টেবিলের কাজ না। অফিসের সকল শাখা ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সামগ্রিক কাজকর্মের প্রতিফলন। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রথমে মানসিকভাবে প্রস্তুতি ও সততার বিষয়টি ঠিক করতে হবে। অনেক সময় অফিস প্রধানকে অবহিত না করে সেবা প্রত্যাশীদের ভুল তথ্য প্রদান করা হয় ও অযথা হয়রানি করা হয়। সেজন্য অধস্থান কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মোটিভেশন দেওয়া প্রয়োজন। পুরোনো পদ্ধতি বাদ দিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন- প্রতিটি সরকারী দপ্তরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবায়ন মনিটরিং করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। একটি শক্তিশালী কমিটি কর্তৃক সরকারী দপ্তরের শুদ্ধাচার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিমাসে রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি): জনাব মুহফুজা সুলতানা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), পাবনা বলেন- সাধারণ মানুষ পুরোপুরি অবহিতনয় কোন সেবা কোথায় পাওয়া যাবে। অফিসে আগত সেবা প্রত্যাশীদের অবহিত করনের জন্য জেলা প্রশাসক, পাবনা কার্যালয়ের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ রাখা আছে। অফিসের প্রধান ফটকের পাশে দৃশ্যমান স্থানে Citizen Charter স্থাপন করা আছে। লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য জে.এক শাখার সামনে ডেক্স স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন- সরকারী সকল দপ্তরে এধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করলে জনগণ উপকৃত হবে। সভায় উপস্থিত জেলা পর্যায়ের বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ বলেন- প্রতিটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার/ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স/জনবহুল স্থানে দাপ্তরিক সেবার তথ্য ও কর্মকর্তার মেবাইল নম্বর সম্বলিত তথ্য চার্ট স্থাপন করা হলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।

জনাব মো: আব্দুল মতিন খান: জনাব মো: আব্দুল মতিন খান, সভাপতি, পাবনা সংবাদপত্র পরিষদ, পাবনা বলেন- মানুষ শুদ্ধ না হলে অফিস শুদ্ধ হবে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তি শুদ্ধ হলে অফিস শুদ্ধ হবে। তিনি বলেন- বর্তমান সরকারের সময় রাস্তার ভিখারী থেকে সমাজের সর্বোচ্চ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই সুখে আছে। তিনি আরও বলেন জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সম্পর্কে বলেন- ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবহেলায় এধরনের ভুল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে জবাব দিহিতার আওতায় আনতে হবে।

মির্জা শহিদুল ইসলাম: জনাব মির্জা শহিদুল ইসলাম, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সাবেক সরকারী কর্মকর্তা বলেন- অফিসের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার অসর্কতা/যোগ্যতার অভাবে অফিসে অনিয়ম হয়। অফিস প্রধান নিজে ইনোভেটিভ হয়ে কাজ করলে দাপ্তরিক কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। অধস্থান কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে নিয়মিত আলাপ আলোচনা করতে হবে। অসহযোগী সহকর্মীদের শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। তিনি বলেন- দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু দাপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধি না করতে পারলে জনগণ সুফল পাবেনা। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে তিনি জেলা/উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সেটা অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করার প্রস্তাব করেন।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট : জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি বিস্তারিত সভায় ব্যাখ্যা করেন। তিনি সরকারী দপ্তরের শুদ্ধাচার/সুশাসন নিশ্চিত কল্পে সকল দপ্তরের ওয়েব

পোর্টাল হালনাগাদ, অফিস প্রধানের নামসহ মোবাইল নম্বর অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করার প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন- সকল সরকারি দপ্তর/সেবা প্রদানকারী সংস্থার অফিসিয়াল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/ফেইসবুক পেইজ থাকলে অফিসের কার্যক্রম জনগণ জানতে পারবে ও জনগণের মতামত পাওয়া যাবে। তিনি তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন মেনে সাদা কাগজে ই-মেইল/নির্ধারিত ফরমে আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করেন। এছাড়া সিটিজেন চার্টারে শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামসহ মোবাইল নম্বর উল্লেখ করার পরামর্শ দেন।

অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:-

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
০১	সরকারী সেবা/অফিসের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যচার্ট জেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স/ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার/জনবহুল স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/বিভাগীয় কর্মকর্তা (সকাল), পাবনা
০২	জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য জেলার সকল পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদকে পত্র দ্বারা অবহিত করা। কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকাল), পাবনা।
০৩	সরকারী দপ্তরের সেবা প্রত্যাশীগণ যাতে অফিসের অধস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক অযথা হয়রানি / বিড়ম্বনার শিকার না হয় এবং ভুল তথ্য না পায় সেজন্য অফিস প্রধানগণকে অধস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে নিয়মিত মোটিভেশনাল সভা করতে হবে।	বিভাগীয় কর্মকর্তা (সকাল), পাবনা
০৪	বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা আনায়নের জন্য নতুন নতুন ইনোভেশন প্রয়োগ করবেন। অসহযোগী সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	বিভাগীয় কর্মকর্তা(সকাল), পাবনা
০৫	প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জেলা/উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সেটা অনুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অ:জে:প্র: (শিক্ষা ও আইসিটি)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকাল), পাবনা।
০৬	বিভাগীয় কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল নম্বরসহ সকল দপ্তরের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করতে হবে।	বিভাগীয় কর্মকর্তা (সকাল), পাবনা
০৭	সরকারী সকল দপ্তরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/ফেইসবুক পেইজ খুলতে হবে। প্রোগামার, আইসিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।	বিভাগীয় কর্মকর্তা (সকাল), পাবনা।
০৮	তথ্য অধিকার আইন মেনে জনগণকে চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় কর্মকর্তা (সকাল), পাবনা।
০৯	Citizen Charter এ আবশ্যিকভাবে তথ্য প্রদানকারী/শাখা কর্মকর্তার নামসহ মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।	বিভাগীয় কর্মকর্তা (সকাল), পাবনা।

সভায় আরকোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জেলা প্রশাসক(ভারপ্রাপ্ত)

পাবনা

ফোন: +৮৮০২৫৮৮৮৪৫৪৯৯ (অফিস)

ইমেইল:dcpabna@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
(সংস্থাপন শাখা)
www.pabna.gov.bd

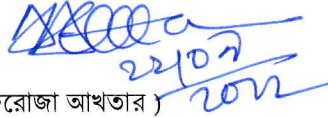
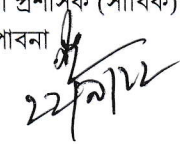
স্মারক নং-০৫.৪৩.৭৬০০.০০৯.১৫.০৫৫.২২.

৫০২

তারিখ : ০৭, আশ্বিন ১৪২৯
২২, সেপ্টেম্বর ২০২২

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ০১। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
- ০২। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, পাবনা
- ০৩।জেলা পর্যায়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা (সকল), পাবনা
- ০৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)/(রাজস্ব)/(শিক্ষা ও আইসিটি), পাবনা
- ০৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার----- (সকল), পাবনা
- ০৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি),(সকল), পাবনা
- ০৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,.....(সকল) শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
- ০৮। জনাব,.....


(আফরোজা আখতার)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
পাবনা




সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের (stokholders) অংশ গ্রহণে সভা
স্থান: সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২খ্রি.